জেফানিয়া

১ আমোনের সন্তান যুদা-রাজ যোসিয়ার সময়ে প্রভুর এই বাণী জেফানিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল; জেফানিয়া কুশির সন্তান, কুশি গেদালিয়ার সন্তান, গেদালিয়া আমারিয়ার সন্তান, আমারিয়া হেজেকিয়ার সন্তান।

প্রভুর দিন

বিশ্ববিচার

২ আমি পৃথিবীর বুক থেকে সবকিছুই সংহার করব,
প্রভুর উক্তি।
৩ আমি মানুষ ও পশু সবই সংহার করব,
আমি আকাশের পাখি ও সমুদ্রের মাছ সবই সংহার করব,
দুর্জনদের আমি ভূপাতিত করব।
হ্যাঁ, আমি পৃথিবীর বুক থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করব—প্রভুর উক্তি।

যুদা ও যেরুসালেমের বিরুদ্ধে বিচার

৪ আমি যুদার বিরুদ্ধে
ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াব,
এই স্থান থেকে বায়াল-দেবের শেষাংশকে,
তার পূজারিদের নাম পর্যন্তই আমি উচ্ছেদ করব;
৫ তাদেরও উচ্ছেদ করব,
যারা ছাদের উপরে আকাশ-বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করে,
যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করে
কিন্তু মিল্কমের দিব্যি দিয়ে শপথ করে,
৬ যারা প্রভুর অনুগমন থেকে সরে যায়,
যারা প্রভুর অন্বেষণ করে না,
তাঁর অভিমতও অনুসন্ধান করে না।
৭ প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে নীরব হও,
কারণ প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে!
প্রভু এক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন,
তাঁর নিমন্ত্রিতদের নিজের উদ্দেশে পবিত্র করেছেন।
৮ প্রভুর সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের দিনে
আমি যত অমাত্য ও রাজপুত্রকে,
এবং যারা বিজাতীয় পোশাক পরে, তাদের সকলকে শাস্তি দেব;
৯ যারা চৌকাটের নিম্ন অংশ ডিঙিয়ে যায়,
যারা তাদের দেবালয় শোষণে ও ছলনায় পূর্ণ করে,
সেইদিন আমি তাদের সকলকে শাস্তি দেব।

১০ সেইদিন—প্রভুর উক্তি—
মৎস্যদ্বার থেকে হাহাকারের সুর,
নতুন বসতিস্থান থেকে গর্জনধ্বনি,
ও গিরিমালা থেকে মহা কোলাহলের শব্দ শোনা হবে।
১১ তোমরা যারা বাজারের অধিবাসী, তোমরা চিৎকার কর,
কেননা ব্যবসায়ীর সেই ভিড় বিলুপ্ত হয়েছে,
সকল অর্থবাহক উচ্ছিন্ন হয়েছে।
১২ সেসময়ে আমি প্রদীপ জ্বেলে
যেরুসালেমকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করব ;
আর যত লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে
নিজ নিজ গাদের উপরে নির্ভর ক'রে একথা ভাবে যে,
'প্রভু মঙ্গল অমঙ্গল কিছুই ঘটাতে সক্ষম নন,'
আমি তাদের শাস্তি দেব।
১৩ তাদের সম্পদ লুট করা হবে,
তাদের ঘর ধ্বংস করা হবে।
তারা বাড়ি গাঁথবে, কিন্তু সেগুলোতে বাস করবে না,
আঙুরলতা পুঁতবে, কিন্তু তার আঙুররস পান করবে না।

প্রভুর মহাদিন

১৪ প্রভুর মহাদিন কাছে এসে গেছে,
তা কাছে এসে গেছে, অতি দ্রুতপদেই এগিয়ে আসছে।
একটা কণ্ঠস্বর : প্রভুর দিন তিক্ততার দিন !
একজন বীরপুরুষও চিৎকার করে একথা বলছে।
১৫ সেই দিন কোপেরই দিন,
সঙ্কট ও ক্লেশের দিন,
বিলোপ ও সর্বনাশের দিন,
তমসা ও কালিমার দিন,
মেঘ ও অন্ধকারের দিন,
১৬ সিংহনাদ ও রণধ্বনির দিন,
যা যত সুরক্ষিত নগর ও উচ্চ দুর্গের বিরুদ্ধ।
১৭ আমি মানুষকে এতই সঙ্কটাপন্ন করব যে,
তারা অন্ধের মতই হেঁটে বেড়াবে,
কারণ তারা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে :
তাদের রক্ত কাদার মত ও তাদের অন্ত্ররাজি গোবরের মত ঢালা পড়বে।
১৮ তাদের রুপো বা তাদের সোনাও তাদের বাঁচাতে পারবে না।
প্রভুর কোপের দিনে তাঁর উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে
সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে,

কারণ তিনি পৃথিবীর সকল অধিবাসীর আকস্মিক সর্বনাশ ঘটাবেন।

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান

২ জড় হও, জড় হও,
হে নির্লজ্জ যত দেশ,
২ পাছে একদিনেই মিলিয়ে যাওয়া তুষের মত ছড়িয়ে পড়,
পাছে তোমাদের নাগাল পায় প্রভুর জ্বলন্ত রোষ,
পাছে তোমাদের নাগাল পায় প্রভুর ক্রোধের দিন।
৩ প্রভুর অন্বেষণ কর, হে পৃথিবীর সকল বিনম্র মানুষ,
যারা তাঁর আদেশগুলি পালন করে থাক।
ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, বিনম্রতার অন্বেষণ কর,
তবেই প্রভুর ক্রোধের দিনে হয় তো আশ্রয় পেতে পারবে।

ভর্ৎসনামূলক দৈববাণী

পশ্চিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে বাণী

৪ কারণ গাজা উৎসন্ন হবে,
ও আস্কালোন ধ্বংসস্থান হবে;
আসদোদকে মধ্যাহ্নকালেই দেশছাড়া করা হবে,
ও এক্রোনকে সমূলে উচ্ছেদ করা হবে।
৫ সমুদ্রের উপকূল-বাসীদের ধিক্!
কেরেথীয়দের জাতিকে ধিক্!
প্রভুর বাণী তোমারই বিরুদ্ধে,
ফিলিস্তিনিদের দেশ যে কানান!
‘আমি তোমাকে এমনভাবে উচ্ছেদ করব যে,
তোমাতে আর কোন বাসিন্দা থাকবে না।’
৬ সমুদ্রতীরে যে অঞ্চল, তা রাখালদের চারণভূমি
ও মেষঘেরিতে পরিণত হবে।
৭ সেই অঞ্চল যুদাকুলের অবশিষ্টাংশের অধিকার হবে;
তারা সেখানে পাল চরাবে,
সন্ধ্যাবেলায় আস্কালোনের ঘরে ঘরে বিশ্রাম নেবে,
কেননা তাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের দেখতে এসে
তাদের দশা ফেরাবেন।

পুব দেশগুলোর বিরুদ্ধে বাণী

৮ ‘আমি মোয়াবের অপমান
ও আম্মোনীয়দের টিটকারি শুনেছি;
তারা আমার আপন জনগণকে অপমান করেছে,

নিজেদের এলাকার বিষয়ে বড়াই করেছে।
৯ এজন্য, আমার জীবনেরই দিব্যি,
—সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের উক্তি—
মোয়াব সদোমের মত ও আম্মোনীয়েরা গমোরার মত হবে :
হ্যাঁ, হবে কাঁটাঝোপের স্থান, লবণের ঢিপি, চিরন্তন ধ্বংসস্থান।
আমার জনগণের অবশিষ্টাংশ তাদের সম্পত্তি লুট করবে,
ও আমার আপন জাতির অবশিষ্ট লোকেরা তাদের অধিকার নেবে।'
১০ এমনটি ঘটবে তাদের অহঙ্কারের ফলে,
কেননা তারা সেনাবাহিনীর প্রভুর আপন জনগণকে
অপমান করেছে ও টিটকারি দিয়েছে।
১১ প্রভু ওদের প্রতি ভয়ঙ্কর হবেন,
কারণ তিনি পৃথিবীর সকল দেবতাকে ছড়িয়ে দেবেন ;
তখন সারা বিশ্বের জাতিগুলি, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে,
তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে।

দক্ষিণ দেশের বিরুদ্ধে বাণী

১২ 'হে ইথিওপীয়েরা,
তোমরাও আমার খড়্গ দ্বারা বিদ্ধ হবে।'

উত্তর দেশের বিরুদ্ধে বাণী

১৩ তিনি উত্তরদিকের বিরুদ্ধেও হাত বাড়িয়ে
আসিরিয়াকে বিনাশ করবেন,
নিনিভেকে উৎসন্নস্থান করবেন,
মরুপ্রান্তরের মত জলহীন ভূমিই তা করবেন।
১৪ উপত্যকার যত জন্তু তার মধ্যে
পাল পাল ধরে বাস করবে ;
গগনভেলা ও শজারুও
তার স্তম্ভগুলোর মাথলার উপরে রাত কাটাবে ;
জানালার মধ্য দিয়ে পেঁচার ডাক ধ্বনিত হবে ;
দরজায় দরজায় উৎসন্নতা থাকবে,
কারণ এরসগাছ নামিয়ে দেওয়া হল।
১৫ এই কি সেই উল্লাসিনী নগরী,
যা ভরসাভরে বাস করত,
যা মনে মনে বলত :
'আমিই আছি, আমি ব্যতীত আর কেউ নেই?'
কেমন করে সে মরুপ্রান্তর হয়ে গেছে,
হয়ে গেছে পশুদের শয়নস্থান?

যে কেউ তার কাছ দিয়ে যায়,
সে শিস দেয় ও হাত নাড়ায়।

যেরুসালেমের বিরুদ্ধে বাণী

৩ সেই বিদ্রোহিণী ও কলুষিতা নগরীকে ধিক্!
সেই গর্বিতা নগরীকে ধিক্!
২ সে বাধ্যতা স্বীকার করেনি,
শাসন মানেনি,
প্রভুতে ভরসা রাখেনি,
তার পরমেশ্বরের কাছে এগিয়ে আসেনি।
৩ তার মধ্যে তার নেতারা
গর্জমান সিংহের মত,
তার বিচারকেরা এমন সন্ধ্যাকালীন নেকড়ের মত,
যেগুলো সকালের জন্য কিছুমাত্র বাকি রাখে না।
৪ তার নবীরা দাম্ভিক,
ছলনাপূর্ণ মানুষ।
তার যাজকেরা যা কিছু পবিত্র তা অপবিত্র করে,
বিধান লঙ্ঘন করে।

উপসংহার

৫ তার মধ্যে প্রভু ধর্মশীল,
তিনি অন্যায় করেন না;
প্রতি সকালে তিনি তার বিচার সম্পাদন করেন,
হ্যাঁ, প্রতিদিন সকালে তাই করেন, ত্রুটি করেন না;
কিন্তু অন্যায়কারী লজ্জাবোধ করে না।
৬ আমি জাতিগুলিকে উচ্ছেদ করেছি,
তাদের উচ্চ দুর্গগুলি বিধ্বস্ত হয়েছে;
আমি তাদের পথ জনশূন্য করেছি,
তা দিয়ে কেউ আর চলে না;
তাদের নগরগুলি লুপ্ত হয়েছে,
সেখানে আর কেউ বাস করে না।
৭ আমি ভাবছিলাম: 'তুমি অন্তত এবার আমাকে ভয় করবে,
অন্তত এবার আমার শাসন মেনে নেবে।
যত শাস্তি আমি তাদের উপরে নামিয়ে আনলাম,
তাদের দৃষ্টি থেকে সেগুলোর একটাও মিলিয়ে যাবে না।'
কিন্তু আমি যতবার আমার যত্ন দেখিয়েছি,
ততবার তারা নিজেদের সকল কাজ বিকৃত করতে ব্যস্ত হল।

৮ সুতরাং আমারই জন্য তোমরা অপেক্ষা কর—প্রভুর উক্তি—
সেই দিনেরই জন্য যখন আমি উঠে দাঁড়াব অভিযোগ তুলতে,
কারণ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম :
বিজাতিদের সংগ্রহ করব,
রাজ্যসকলকে জড় করব ;
তাদের উপর আমার রোষ,
আমার সমস্ত উত্তপ্ত ক্রোধ ঢেলে দেব,
কারণ আমার উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে
সারা পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে।

নানা প্রতিশ্রুতি

সকল জাতি প্রভুকে ডাকবে

৯ তখন আমি জাতিসকলকে দেব বিশুদ্ধ ওষ্ঠ,
সকলে যেন করে প্রভুর নাম,
যেন একই জোয়ালের অধীন হয়ে তাঁকে সেবা করে।
১০ ইথিওপিয়ার নদনদীর ওপার থেকে
আমার উপাসকেরা, আমার সেই বিক্ষিপ্ত জনগণ
আমার কাছে আনবে উপহার।

ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ

১১ সেদিন তুমি আর লজ্জা করবে না সেই সমস্ত অপকর্মের জন্য
যা তুমি সাধন করেছ আমার বিরুদ্ধে।
কারণ সেদিন আমি তোমার মধ্য থেকে
তোমার যত গর্বিত দর্পিত মানুষকে দূরে সরিয়ে দেব,
আর আমার পবিত্র পর্বতের উপর
তুমি উদ্ধতভাবে আর ব্যবহার করবে না।
১২ তোমার মধ্যে আমি বিনম্র ও দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখব,
ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।
১৩ তারা অপকর্ম করবে না, বলবে না মিথ্যা কথা,
তাদের মুখে খুঁজে পাওয়া যাবে না প্রতারক জিহ্বা।
তারা চরে বেড়াবে, তারা বিশ্রাম করবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যেরুসালেম

১৪ সানন্দে চিৎকার কর, সিয়োন কন্যা!
জয়ধ্বনি তোল, ইস্রায়েল!
আনন্দ কর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে উল্লাস কর, যেরুসালেম কন্যা!

১৫ প্রভু তোমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নিয়েছেন,
তোমার শত্রুকে হটিয়ে দিয়েছেন।
প্রভুই তোমার অন্তঃস্থলে রাজা, হে ইস্রায়েল!
ভয় করার মত আর কোন অমঙ্গল থাকবে না।
১৬ সেইদিন যেরুসালেমকে বলা হবে:
'সিয়োন, ভয় করো না,
তোমার হাত শিথিল না হোক!
১৭ তোমার পরমেশ্বর প্রভু রয়েছেন তোমার অন্তঃস্থলে,
ত্রাণকর্তাই সেই বীর!
তিনি তোমাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠবেন,
তাঁর ভালবাসা দ্বারা তোমাকে নবীভূত করবেন,
তোমার জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বেন।'
১৮ যারা পর্বোৎসব-বঞ্চিত ছিল, তাদের আমি জড় করি,
তোমা থেকে অমঙ্গল দূর করে দিলাম,
যেন তোমাকে দুর্নামের বোঝা আর বহন করতে না হয়।
১৯ দেখ, সেসময়ে আমি তোমার সকল অত্যাচারীকে উচ্ছেদ করব,
খোঁড়া মেষগুলোকে পরিত্রাণ করব,
বিক্ষিপ্ত মেষগুলোকে সংগ্রহ করব,
এবং সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে তারা ছিল লজ্জার বস্তু,
সেখানে তাদের আমি প্রশংসা ও সুনামেরই পাত্র করব।
২০ সেসময়ে আমি নিজেই তোমাদের চালনা করব,
সেসময়ে তোমাদের সংগ্রহ করব,
পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে
তোমাদের করব সুনাম ও প্রশংসাবাদের পাত্র,
কারণ তখন আমি তোমাদের চোখের সামনে
তোমাদের দশা ফেরাব—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।